154-A 175

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..০ JAN 1989 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...।..কঃ ...।... ...

মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘ

সমাজতান্ত্রিক দেশে
যে কারো মনে এ
হওয়া খুবই স্বাভাবিক
বর্ণবাদ বলতে যা
বাহুল্য, তা এখন এব
আফ্রিকায়ই বহাল।
কৃষ্ণকায়দের স্কুল,
পাতাল, সিনেমা হ
রেষ্টুরেন্ট, এমন কি ব
আলাদা। কোন কৃ

দুর্ঘটনাস্থলে লাশের সারি —ইত্তেফাক

নিহতদের মধ্যে ২২ জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্মরণকালের বৃহত্তম ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের মধ্যে ২২ জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অন্যদের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে ৫২টি লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্তের জন্য রাখা হইয়াছে: নিহতদের মধ্যে যাহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহারা হইতেছে করম আলী (৪২), আবুল হোসেন (১৮), ফ্রান্সিস গোমেজ

(শেষ পৃ:৩-এর ক: দ্র:)

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যাহারা—

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত ২৬০ জনকে নগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয় তাহাদের মধ্যে ৮৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৭৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ১৪ জন মারা যায়। গতকাল রাত্র পর্যন্ত ১৫৯ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাস-

(১১শ পৃ: দ্র:)

আজ হইতে তদন্ত শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

রেলওয়ের সরকারী পরিদর্শক আজ (সোমবার) সকাল ১০টায় টঙ্গী রেলওয়ে ষ্টেশনে তদন্ত কাজ করিবেন। দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য

(২য় পৃ: দ্র:)

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন

বাসস জানায়, গতকাল (রবিবার) বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ বৈঠকে গতকাল টঙ্গীর নিকট সংঘটিত মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবে মন্ত্রী পরিষদ এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায়

(১১শ পৃ: দ্র:)

অধিকাংশ লাশ সনাক্ত করা যায় নাই

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

গতকাল (রবিবার) মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনার পর নগরীর বিভিন্ন হাসপাতাল অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও মর্গগুলিতে স্বজনহারা লোকজনের প্রচণ্ড ভীড় হয়। অনেক শোকাহত পরিবার নিখোঁজ আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান না পাইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাস-

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

গতকাল দুর্ঘটনাস্থলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও সেনাবাহিনী প্রধান লে: জে: আতিকুর রহমান —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

৭০ জন নিহত

ইত্তেফাক গভীর শোক ও বেদনার সহিত জানাইতেছে ঃ গতকাল (রবিবার) সকালে ঢাকা হইতে ২৫ কিলোমিটার দূরে - টঙ্গীর কাছে মাজুখান গ্রামে এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী হতাহত হন। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা অভিমুখী মেইল ট্রেন ও ঢাকা হইতে চট্টগ্রামগামী আন্তঃনগর ট্রেন উর্মি-অরুণার মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭০ জন নিহত ও ১৪৫ জন আহত হন। ইঞ্জিন ও বগির নীচে আরও লাশ থাকার আশংকা রহিয়াছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পাইয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ চট্টগ্রামে তাহার সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া ঘটনাস্থলে যান। যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন খবর পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান ও উদ্ধারকার্য তদারক করেন।

সরকার আজ (সোমবার) জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করিয়াছেন। গতরাত্রে মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ও যাহারা জীবনের জন্য পঙ্গু হইয়াছেন তাহাদের ৮০ হাজার টাকা করিয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করা হইয়াছে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেন দুইটির ইঞ্জিন ও বগী গতকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। সেনাবাহিনী, পুলিশ, দমকলবাহিনী সহ জনগণ উদ্ধারকার্যে আগাইয়া আসেন। আহতদের সেবায় বিভিন্ন স্তরের জনগণ রক্তদানসহ সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেন। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সন্ধানী রক্তদান সংগ্রহ করিতেছে। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যালয় গত-

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

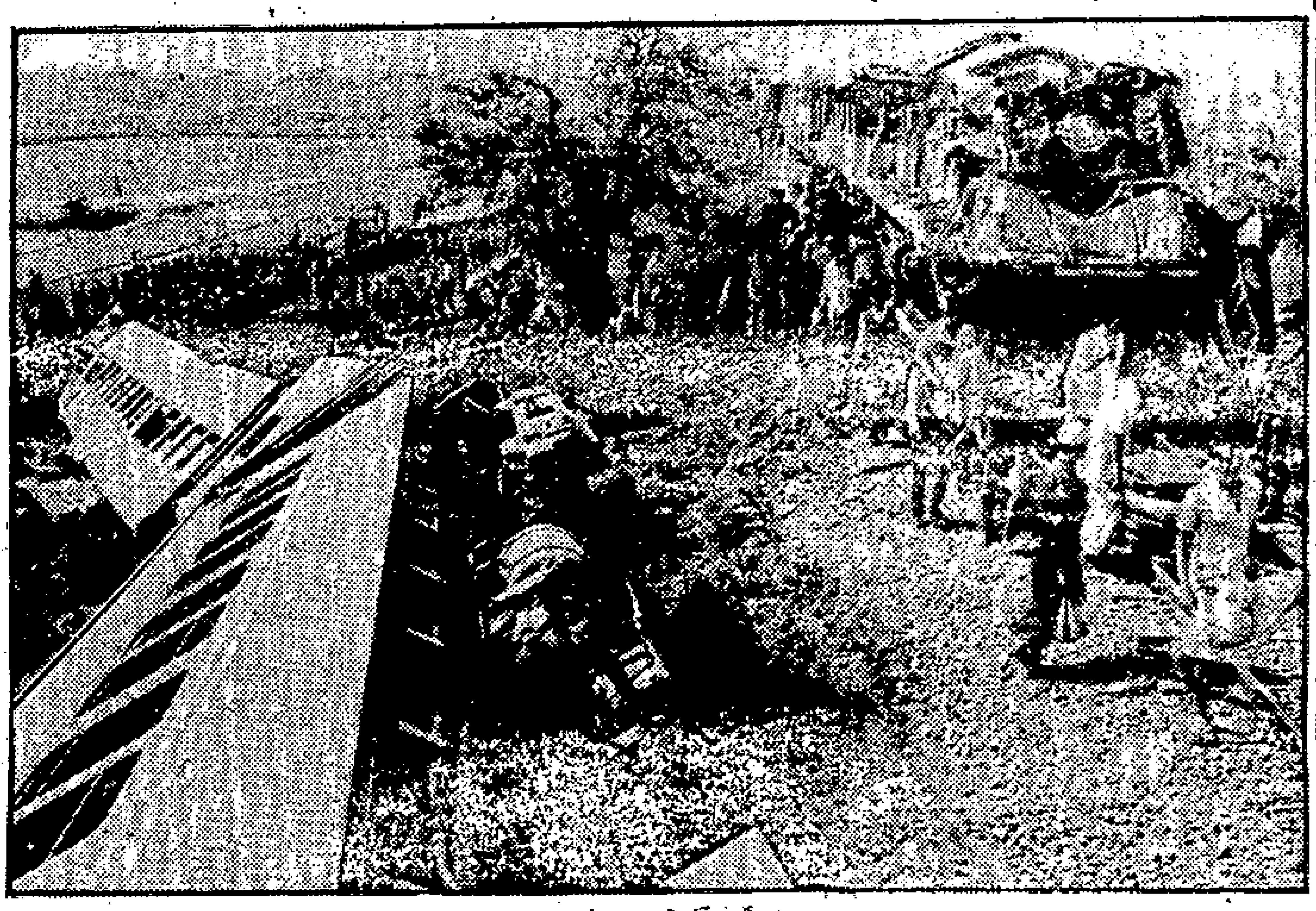

দুর্ঘটনা কবলিত উর্মি-অরুণা ও ঢাকা মেইল —ইত্তেফাক

আজ জাতীয় শোক

বাসস জানায়, গতকাল (রবিবার) মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে টঙ্গীর মাজুখানে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ এবং তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আজ (সোমবার) জাতীয় শোক দিবস পালন করা হইবে। আজ জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে ও নিহতদের জন্য মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনা করা হইবে।

154-L

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ৫ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন ঢাকা

পিরোজপুরে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পিরোজপুর জেলা সম্মেলন গত ১৭ই জানুয়ারী, পিরোজপুর সরকারী কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ শেখ সালেহ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসাইন খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা খোন্দকার নাসিরুদ্দীন ও আজিজুল হক শাহ, দফতর সচিব অধ্যাপক আসাদুল হক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক নফিজুর রহমান। সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পেশকৃত ১৩-দফা দাবী অবিলম্বে পূরণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

সম্মেলনে অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার ভাবুককে সভাপতি এবং কাজী মুজিবর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ফেডারেশনের পিরোজপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক ইত্তেফাক

154-D

তারিখ 6 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

প্রেসিডেন্টের রক্তদান

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (রবিবার) রাতে টঙ্গীর ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য রক্ত দান করেন। আহত যাত্রীদের জন্য রক্তদান করার বাংলাদেশ রেড-ক্রিসেন্ট সোসাইটির ডাকে সাড়া

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট রক্ত দিয়াছেন

(১ম পৃঃ পর)

দিয়া প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদপুরের রেড ক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্রে যান এবং রক্তদান করেন। কেন্দ্রে রক্তদানের জন্য যুবক ও ছাত্রসহ শত শত লোক ভীড় করিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট এরশাদ কেন্দ্রে জনসাধারণের মতই শয্যায় শয়ন করিয়া নিজের রক্ত দেন। তৎ-

তদন্ত কমিশন

(১ম পৃঃ পর)

নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মন্ত্রী পরিষদ উহার স্বাভাবিক আলোচ্যসূচী মুলতবী রাখিয়া নির্ধারিত সময়ের আড়াই ঘন্টা আগেই বিকাল ৪টায় বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে দুর্ঘটনায় আহতদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং তাহাদের আশু আরোগ্য কামনা করা হয়। বৈঠকে দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ ও তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আজ (সোমবার) জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে দুর্ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিবে। বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার পিছু ১ লক্ষ টাকা এবং দুর্ঘটনায় যাহারা পঙ্গু ও শারীরিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে ৮০ হাজার টাকা করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, অন্যান্য আহতকে সরকারী খরচে সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে।

চিকিৎসাধীন যাহারা

(১ম পৃঃ পর)

পাতালে ৭১ জনকে নেওয়া হয়। ৪১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর জগন্নাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র নূরে আলম (২২) ও কালীগঞ্জ উপজেলার পাগরতি গ্রামের সাহাজউদ্দিন(২২) মারা যায়।

চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিরা হইতেছেন : ফাইজুল হক (২৫) কালীগঞ্জ, সাইফুল আলম (১৬) রায়পুর, হারুন (১৬) মীরপুর, মোস্তাফা (১৮) শিবপুর, এম আর মজুমদার (লাঙ্গল কোট), নুরুজ্জামান (২৫) চৌদ্দগ্রাম, খকেন্দ্র দাস (৩৮) রূপগঞ্জ, গোলাপ মিয়া (১৮), ঈশ্বরগঞ্জ আনোয়ার হোসেন (২২) শ্রীনগর ওয়াহিদ (৩৫) কুলিয়ার চর, সাইদুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ইব্রাহীম (৩৫) রূপগঞ্জ, আজাফর(৮) কালীগঞ্জ, আলী আকবর কালীগঞ্জ, মিজানুর রহমান (৩৫) নাগরপুর, আবদুর রহিম (২৫) শিবপুর, বেলায়েত হোসেন (২২) শিবপুর, ইব্রাহীম (২০) কালীগঞ্জ, অলি মোহাম্মদ (৫৫) ফুলগাজী, আবদুর রশিদ (২৫) নরসিংদী, জিয়াত আলী (৩৫) রূপগঞ্জ, ইব্রাহীম (২২) কেরানীগঞ্জ, সহিদ ভুইয়া (৫৫) কালীগঞ্জ, সিদ্দিক (৩৫) রায়পুর, ফয়সাল (২৮) কেরানীগঞ্জ, হালিম (২০) কুমারখালী, ওমর (৩২) ধামরাই, নূরুলউল্লাহ (১৭) কুমারখালী, আনোয়ারুল ইসলাম (৪৫) বুড়িচং, আসাদ (১৫) কালীগঞ্জ, বদরুদোজা (৪২) বাজিতপুর, সামছুল হুদা (৩২) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অরুণ বিকাশ (৩৭) মুরাদনগর, বীনারাণী (২০) পলাশ, আবদুল হামিদ (৩৫) গাজীপুর, আবদুস সামাদ (৪০), সরোয়ার হোসেন (১৮) ও আফজাল (২৮)। এই হাসপাতাল হইতে ৩০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পঙ্গু হাসপাতালে ১১৮ জনকে নেওয়া হয়। ৭৩ জনকে ভর্তি করার পর ৯ জন মারা যায়। ৪৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ভর্তিকৃতরা হইতেছেন : আবু আসাদ, সরোয়ার, হাবিল ভুঁইয়া, সিদ্দিক নূরানী, আবদুর রশিদ, সাদেকুর রহমান, কোহিনূর, মোসাররফ হোসেন, আমজাদ হোসেন, অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি, শামছুল হক, আলী আকবর, এম, এ আলী ভুঁইয়া নজরুল ইসলাম, পারভীন, হেনা, নূরুল হোসেন, ফেরদৌস, আমিনুল ইসলাম, আজগর আলী, আবদুল মজিদ, কাজী রফিকুজ্জামান, সরাফত আলী, লিটন, সাহিদা, আফসার, বাচ্চু, সুশীল কুমার, ফেরদৌস, পল, আফাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ হাফেজ, সেকেন্দর আলী, অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি, আবুল কাশেম, আবদুল লতিফ, নিমাইচন্দ্র দাস, ফাতেমা, রুমানা, মনির হোসেন, নাসিমা, ডুলিয়া, আবদুল খালেক, সামছুদ্দিন এনায়েত উল্লাহ, সিরাজুল হক, অপু, আমেনা, মোস্তফা কামাল, রোকেয়া বেগম, নজরুল ইসলাম, কোরবান আলী, আবদুল কাদের, সুকুমার চন্দ্র রায়, রত্না, জাকারিয়া, ঠাণ্ডু মিয়া, আবদুল আজিজ, রহমতউল্লাহ, ৩ জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ৩০ জনকে নেওয়া হয়। ২৫ জনকে ভর্তি করার পর ২ জন মারা যায়। অপর ভর্তিকৃত ২৩ জনের মধ্যে ৯ জনকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন ১৪ জন হইতেছেন : আবুল হোসেন (৪৫) কালীগঞ্জ, মোস্তফা (৪০) বেগমগঞ্জ, গাজার মৃধা (৩২) ফরিদপুর, সামছুল (২০) লক্ষ্মীপুর, আবদুল আলীম (৫০) কালীগঞ্জ, মাসুদ করিম (২৫) কিশোরগঞ্জ, শাহাজান ৩৫ কালীগঞ্জ, সুলতান উদ্দিন (৩৫) নরসিংদী, সাইদমিয়া (৩০) গাজীপুর, আবু মিয়া (৬০) নরসিংদী, সদর আলী (৬৫) ঘোড়াশাল, ইকবাল (৩৩) রাজবাড়ী, ফেনী, সামছুল হক (৪০) রায়পুরা ও আসলাম (১৭) লাকসাম।

ইহাছাড়া পিজি হাসপাতালে ১৬ জন, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ১৩ জন, মিটফোর্ড হাসপাতালে ১জন, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ১জনকে ভর্তি করা হয় এবং হলিফ্যামিলি হাসপাতালে তিনজনকে ভর্তি করার পর ১ জন মারা যায়। ৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সনাক্ত করা যায় নাই

(১ম পৃঃ পর)

পাতালে আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিতে আসিয়া ৩০ জন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকাল এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হাসপাতাল মর্গে ৫২টি লাশ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৩৮টি লাশ রেলওয়ে পুলিশ লইয়া যায়। অনেক লাশের হাত-পা-মস্তক না থাকায় এবং অনেকের দেহ বিকৃত হইয়া যাওয়ায় আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের প্রিয়জনদের সনাক্ত করিতে পারিতেছে না।

পরিচয় পাওয়া গিয়াছে

(১ম পৃঃ পর)

(৪৫), ইউজিং ক্রস, নাজির হোসেন, আলকাস মোল্লা (৪৮), যতীন্দ্র (৪২), এ মালেক, শরুর আলী (৫০), আবদুল গফুর, গিয়াসউদ্দীন, এন্তনিকস্ত, প্রমোদ কুমার সাহা, সুকুমার চন্দ্র সাহা, হরিপদ সাহা, সামসুল হক (৪৫), নূরে আলম (২২), শাহাজউদ্দীন (২২), আজহার, মোকাররম আলী (৫৫), মুজিবর রহমান ও সুশান্ত (৩০)।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 1989 পৃষ্ঠা ৪ কলাম 4

মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায়

(১ম পৃঃ পর)

কাল সারারাত খোলা থাকে। প্রেসিডেন্ট দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া চট্টগ্রামে তাঁহার কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করিয়া ঘটনাস্থলে পৌছেন। নৌবাহিনীর মিডশিপম্যান ব্যাচের কমিশন প্রাপ্তি উপলক্ষে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রেতিডেন্ট গতকাল সকালে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ দুর্ঘটনাস্থলের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়েন। তিনি নিহতদের ক্রন্দনরত আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দেন। ঐস্থান হইতে প্রেসিডেন্ট সরাসরি সমন্বিত সামরিক হাসপাতাল ও পঙ্গু হাসপাতালে আহতদের দেখিতে যান। তিনি আহতদের খোঁজ খবর নেন ও সান্ত্বনা দেন। প্রেসিডেন্ট কর্তব্যরত চিকিৎসক দের আহতদের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেন।

যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম এ মুনিম এবং সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এম আতিকুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন। পূর্বাহ্নে ফার্স্টলেডী বেগম রওশন এরশাদ দুর্ঘটনাস্থল পরিদশন করেন। বেগম রওশন এরশাদ নিহতদের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পরে ফার্স্টলেডী শেরেবাংলা পঙ্গু হাসপাতালে আহতদের দেখিতে যান।

ইত্তেফাকের কয়েকজন রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার ও গাজীপুর সংবাদদাতা টঙ্গীর দুর্ঘটনাস্থল এবং নগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ খবর নেন। আমাদের রিপোর্টারদের পরিবেশিত খবরে নগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে ২৬০ জনকে ভর্তি এবং তিন শতাধিক লোককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। হাসপাতালে ভর্তি আহতদের মধ্যে কমপক্ষে একশতজনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। দুর্ঘটনার খবর ছড়াইয়া পড়ার পর শহরে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। অগণিত মানুষ টঙ্গীর দুর্ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায়। সংবাদপত্র অফিসেও বহু লোক ভীড় জমাইয়া দুর্ঘটনার বিবরণ জানিতে চায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৭৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত হয়। সকাল ৭টা ২০ মিনিটে ঢাকা হইতে ২৫ কিলোমিটার অদূরে টঙ্গীর কাছে মাজুখান গ্রামে ঢাকা হইতে চট্টগ্রামগামী উর্মি-অরুণা ও চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা আগত মেইল ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুঘটনার ভয়াবহতা এতোই বর্ণনাতীত যে, উভয় ট্রেনের ইঞ্জিন ও ৩টি করিয়া বগি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও অন্যান্য বগী আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিধ্বস্ত বগীর গায়ে গায়ে মানুষের রক্ত, মগজ, অস্থি দুর্ঘটনার ভয়াবহতা জানাইয়া দেয়। সারাদিন নারী-শিশুসহ স্বজনহারা মানুষের বুকফাটা আহাজারি ও আহতদের আর্তনাদ মাজুখান ও শিলমুন গ্রামের আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। আহতদের বেশীর ভাগের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভুল সিগনালের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া অনেকের ধারণা।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থল হইতে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার অদূরে শিলমুন গ্রামে শীতকালীন প্রশিক্ষণরত সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছুটিয়া যান ও উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। লেঃ কর্ণেল সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০জন সদস্য উদ্ধারকার্যে অংশ নেয়। ত্বরিত গতিতে আশে-পাশের গ্রামবাসীরাও ঘটনাস্থলে আসেন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ধারকার্যে যোগ দেন। দমকল বাহিনীর সদস্যরাও খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসেন ও সম্মিলিতভাবে উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর ১০টির মত গাড়ী ও দমকল বাহিনীর ৯টি গাড়ীতে করিয়া আহতদের টঙ্গীসহ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়।

যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন সকালেই খবর পাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যান ও উদ্ধারকার্য তদারক করেন। তাহার সঙ্গে রেলওয়ের সচিব মঞ্জুরুল করিমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল সরকারী কার্যক্রম স্থগিত রাখিয়া বেলা ১টায় ঘটনাস্থল পরিদশন করেন ও আর্তমানবতার মাঝে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। ইহার পূর্বে বেলা সাড়ে ১২টায় ফার্স্টলেডি বেগম রওশন এরশাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও স্বজনহারাদের সান্ত্বনা দেন। প্রেসিডেন্ট নিজে গাড়ী চালাইয়া ঘটনাস্থলে যান। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান তাহার সঙ্গে ছিলেন। এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর এম, এ মতিন, উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, মন্ত্রী এম, কোরবান আলী, লেঃ কর্ণেল (অব) জাফর ইমাম, মেজর জেনারেল (অব) আবদুল মনএম, রুহুল অমীন হাওলদার, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছাড়াও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা; বিএনপি (খালেদা) সেক্রেটারী জেনারেল ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদারসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। হাজার হাজার মানুষ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসিতে থাকে। টঙ্গী বিশ্ব এজতেমায় আগত মসল্লীরাও ঘটনাস্থলে যান ও হতাহতের জন্য দোয়া করেন।

গতকাল রাতে মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে আজ (সোমবার) জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হইয়াছে। শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে এবং মসজিদ-মন্দির, মঠ-গীর্জায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হইবে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী সকাল ৭টা ২০ হইতে ২৫ মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুঘটনাস্থল হইতে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দক্ষিণে ইরিমাঠ ছাড়াইয়া শিলমুন গ্রামে শীতকালীন প্রশিক্ষণে আগত আর্মি ক্যাম্পের একজন সৈনিক জানান, গগনবিদারী এক বিকট শব্দে তাঁহারা সচকিত হইয়া উঠেন। সময় তখন সকাল ৭টা ২০ হইতে ২৫ মিনিটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের সকল জওয়ান ও অফিসার দুর্ঘটনাস্থলে আসেন। চারিদিক হইতে গ্রামবাসীরাও যে যে অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থায়ই ঘটনাস্থলে আসিতে শুরু করে। সৈনিক জানান, দুর্ঘটনাস্থলে আসিয়া তাঁহারা যে দৃশ্য দেখেন তাহা অবর্ণনীয়। দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘষের বিকট শব্দ ছাপাইয়া আহত মানুষের বুকফাটা কান্না মুহূর্তে সকলকে হতবিহ্বল করিয়া তোলে—কতপ্রাণ হারাইয়া গিয়াছে কে জানে। যাহারা অঙ্গহানি অবস্থায় তখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিয়াছে তাহাদের বাঁচাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্য, গ্রামবাসীরা একযোগে উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করে। অর্ধ ঘন্টার মধ্যেই টঙ্গী হইতে ফায়ার ব্রিগেডের ৯টি গাড়ী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উদ্ধার কার্যে আত্মনিয়োগ করে। উদ্ধারকৃত আহতদের ফায়ার ব্রিগেডের ৯টি গাড়ী ও ৯-এর অধিক সেনাবাহিনীর গাড়ী আহতদের টঙ্গীসহ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। একজন দমকল কর্মী জানান, আহতদের শতকরা ৫০ জনই মৃতপ্রায়। বেলা ১১টায় তাহার সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, কতজন এখনও বাঁচিয়া আছে। আল্লাহই জানেন।

কয়েকজন উদ্ধারকর্মী জানান, দুর্ঘটনাস্থলে মৃত বেশীর ভাগ লাশেরই সনাক্ত করা সম্ভব নহে। এমনভাবে অংগহানি হইয়াছে যে, কিছু কিছু লাশের মধ্যে মানুষের আকৃতিও লোপ পাইয়াছে। স্বামীহারা হাবিনা বেগম বা ভাইহারা ক্ষিতিশ চন্দ্র বর্মণ অপরাহ্ন পর্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিতেছিল স্বজন। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার লোক ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে। দুর্ভাগ্য যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজনদের আর্তরবে সমগ্র এলাকায় বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুর্ঘটনার কারণ কেহ বলিতে পারে না। বিকট শব্দ দুর্ঘটনার খবর জানাইলেও কারণ অজানাই রহিয়া গিয়াছে। রেলওয়ের সচিব মঞ্জুরুল করিম ও পুলিশের আইজি এ, আর, খন্দকার সাংবাদিকদের বলেন, কোথাও কাহারও ভুলের জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। হয় সিগনালম্যান সিগনাল দিতে ভুল করিয়াছেন কিংবা চালক ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সিগনাল ফলো করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তবে এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলা ঠিক হইবে না। তদন্ত শুরু হইয়াছে। চালক জীবিত না মৃত তাহাও কেহ বলতে পারে নাই। তবে দুর্ঘটনা কবলিত চট্টগ্রাম-ঢাকা মেইল ট্রেনের যাত্রী নরসিংদীর মোহাম্মদ আলী (৪৫) ইঞ্জিনের পাশে বসিয়া ঢাকা আসিতেছিলেন। তিনি বলেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ যাত্রীদের মধ্যে চীৎকার শোনা গেল এবং ছাদের লোকরা পেছনে দৌড়াইতে শুরু করে। আর কিছুই জানি না। কিছুক্ষণ পর দেখি অদূরে ঐ ইরিক্ষেতের পাশে আমি। নরসিংদীর মাছের ব্যবসায়ী ক্ষিতিশচন্দ্র বর্মণ (৪০) ভাই কানু চন্দ্র বর্মণকে লইয়া ঢাকা আসিতেছিল। চট্টগ্রাম-ঢাকা মেইলের সম্মুখ হইতে ৩য় বগিতে ভ্রমণ করিতেছিল। সেও জানে না কিভাবে ছিটকাইয়া পাশের ক্ষেতে পড়িয়াছে। তার ভাইকে সে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই। নিজেও আহত।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের মুহূর্তে দুইটি ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের পর ৩টি করিয়া বগি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। সংঘর্ষের মুহূর্তে দুই ট্রেনেই ইঞ্জিনসহ ৩টি বগি উপরে উঠিয়া আবার নীচে পড়িয়া যায়। বিধ্বস্ত বগিগুলির লোহারপাতে মানুষের রক্ত, মগজ ও অস্থি লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়।

দুর্ঘটনা কবলিত আন্তঃনগর ট্রেন উর্মি-অরুণার গার্ড মোহাম্মদ সিদ্দিকী বলেন, ঘন কুয়াশা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইতে পারে। তিনি বলেন, আমি চালককে ট্রেন থামানোর জন্য বলি, কিন্তু সম্ভবতঃ দেরীতে বলা হইয়াছে। এই সময় ট্রেনটি একটি বাঁকে ধীরগতিতে চলিতেছিল।

টঙ্গী রেল ষ্টেশনের একজন কর্মচারী বলেন, কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় উর্মি অরুণা মেল ট্রেন টঙ্গী ষ্টেশন অতিক্রম করার সময় রেড সিগন্যাল দেওয়া হয়। পুবাইল ষ্টেশন হইতে 'ঢাকা মেল' ছাড়িয়া দেওয়ার খবর পাওয়ার পরই টঙ্গী ষ্টেশন রেড সিগন্যাল দেখাইয়া ট্রেন বসানোর চেষ্টা করে। ট্রেন যাওয়ার ৫ হইতে ৬ মিনিটের মাথায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এই সময় টঙ্গী রেলষ্টেশনের সকল কর্মচারী ফ্লাট ছাড়িয়া পালাইয়া যায়।